167

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN 22 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ছাত্রদের বিক্ষোভ, ভাঙচুর অধ্যক্ষসহ শিক্ষকরা তালাবদ্ধ

চট্টগ্রাম ভেটারিনারী কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রাম ভেটারিনারী কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত রোববার ও গতকাল সোমবার কলেজে ভাঙচুর করে এবং কলেজ অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের তালাবদ্ধ করে রাখে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ গতকাল অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল এবং বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রায় ৪ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট করে। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে কলেজ এবং হোস্টেল খুলে দেওয়ার দাবি জানায়।

ভেটারিনারী কলেজের ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে 'ক্রেডিট ক্যারি' করার ব্যবস্থা এবং 'ক্রেডিট আওয়ার' অনুযায়ী

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ছাত্রদের বিক্ষোভ, ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

ক্লাস নেওয়াসহ ৬টি দাবি আদায়ের জন্য তারা দীর্ঘদিন থেকে কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে দেনদরবার করে আসছিল। গত রোববার এ নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তার রুম থেকে বের করে দেন। পরে সকাল ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজ অধ্যক্ষসহ একাডেমিক ভবনের সব রুমে তালা লাগিয়ে দেয়।

জানা গেছে, গতকাল সোমবারও সকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজ অধ্যক্ষ ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে, কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ছাত্ররা কলেজ অধ্যক্ষের রুমসহ আরো কয়েকটি রুমের জানালা-দরজা ভাঙচুর করে। গতকালও ছাত্ররা কলেজ অধ্যক্ষের রুমে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়।

সকাল ১১টার দিকে পুলিশ গিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ ও অন্য শিক্ষকদের উদ্ধার করে। এরপর পরই কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে সব শিক্ষার্থীকে কলেজ হোস্টেল ত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পুলিশ দিয়ে হল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এরপর কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে এসে সমাবেশ ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করে।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ নীতিশ দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সেমিস্টার পদ্ধতিতে প্রতি বর্ষে ৩২টি ক্রেডিট সিস্টেমে পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে ২৮টি ক্রেডিটে পাস করলে সেই শিক্ষার্থীকে পরবর্তী বর্ষে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। বাকি ৪টি ক্রেডিট পরীক্ষায় পাস করার জন্য পরবর্তী আরো ২ বছর সময় পায় পরীক্ষার্থীরা। তাতেও যদি পাস করতে না পারে তাহলে সে সব ছাত্রকে কলেজ থেকে বিদায় করে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

কিন্তু শিক্ষার্থীরা আরো বেশি 'ক্রেডিট ফেসিলিটিজ' দাবি করেছে যে ব্যাপারে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে কলেজ অধ্যক্ষ জানান। তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, শিক্ষার্থীরা আমাদের কোনো কথা না শুনেই আপত্তিকর স্লোগান দিতে শুরু করে। তারা রোববার ও সোমবার কলেজে ভাঙচুর করে এবং বিভিন্ন অফিস কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ এবং হোস্টেল ত্যাগ করায় ঘোষণা দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, মাত্র ৪/৫টি ছেলের জন্য (যারা পরীক্ষায় ফেল করেছে) বহু ছাত্রকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।